# আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির মত নয়

আল্লাহর কোন সৃষ্টিকে আল্লাহর কোন গুনে গুনান্বিত মনে করাকে ইসলাম যেমন নিষিদ্ধ মনে করে, তেমনই আল্লাহর মধ্যেকোন মানবীয় বৈশিষ্ট্য ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে এমন ধারণাকেও ইসলাম অস্বীকার করে। এমন একটা উদাহরণ হল যে, কতিপয় ধর্ম বলে "ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করার পর ৭ম দিনে বিশ্রাম নিয়েছিলেন" আল্লাহর বিশ্রামের প্রয়োজন নেই। এমনই মনে করা আল্লাহর গুনাবলীকে ত্রুটিযুক্ত ও অসম্পূর্ন মনে করার সামিল। আল্লাহর পূর্নাঙ্গতা এবং সৃষ্টির অপূর্নাঙ্গতার মধ্যে এক পরিস্কার পার্থক্যরেখা নির্ধারণ করে ইসলাম। অপূর্নাঙ্গতা এবং অসম্পূর্নতার অনেক উর্দ্ধে আল্লহ।

আকাশ পৃথিবী এবং এ দুয়ের মাঝে যা আছে তা আমি ছ'দিনে সৃষ্টি করেছি, ক্লান্তি আমাকে স্পর্শ করেননি"

কতিপয় ধর্ম বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ কখনো কখনো মানুষের রূপ ধারণ করেন এবং একই সঙ্গে একধারে পূর্ন মানুষ ও পূর্ন ঈশ্বর রূপে বিরাজ করেন। আমাদের অবশ্যই ভেবে দেখা উচিৎ যে, ঈশ্বর পূর্নাঙ্গ ও সঠিক জ্ঞানের গুনে ভূষিত। তিনি সর্বজ্ঞাত সর্বশক্তিমান এবং অবিনশ্বর। অথচ মানুষ অপূর্নাঙ্গ ও অসম্পূর্ন জ্ঞানের অধিকারী, সীমিত ক্ষমতার অধিকারী এবং নশ্বর।

ঈশ্বর সর্ম্পকে যথার্থ, নির্ভূল ও সর্বাত্মক ইসলামী ধারণা থাকার ফলে এই ধরনের ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক ধারণা (ঈশ্বরের মানব রূপ ধারণ করা কিংবা অন্য কোন সৃষ্টির মধ্যে বিরাজ করা ইত্যাদি) পোষণ করা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম।

# আল্লাহ সরাসরী (কোন মাধ্যম ছাড়া) উপাস্য ও পূজ্য

একজন মানুষ সরাসরি আল্লাহকে ডাকবে, তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করবে এবং তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করবে। কোন কিছুই মানুষকে একাজে বাধা দিতে পারে না। যারা আল্লাহর গুণাগুণ করে ও তাঁকে ডাকে আল্লাহ তাদের ডাকে সাড়া দেন। ইসলামে কোন 'মধ্যস্থ্যতাকারী' ব্যক্তির স্থান নেই। সকলেই অবাধভাবে সরাসরি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে।

জেনে রাখ, বিশুদ্ধ দ্বীন (জীবন বিধান) কেবল মাত্র আল্লাহর জন্য। যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছে তারা বলে আমরা তাদের উপাসনা একমাত্র এ উদ্দেশ্যেই করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকট পৌঁছে দেবে অবশ্যই আল্লাহ তাকে সঠিক পথ দেখান না যে মিথ্যাবাদী এবং অ বিশ্বাসী কাফির)। [কুরান - ৩৯:৩]

আল্লাহর সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা সরাসরী সম্পর্ক বজায় রাখা মুসলমানের কর্তব্য। পরোক্ষভাবে আল্লাহর উপাসনা করা (অর্থাৎ মূর্তি, প্রতিমা কিংবা অন্য কোন মাধ্যমের সাহায্যে উপাসনা করা) আল্লাহর একত্বের প্রসঙ্গে সন্দিহান হওয়ার সামিল। ফল স্বরূপ যে বিশুদ্ধ ও একাগ্র উপাসনার হকদার আল্লাহ সে বিশুদ্ধ



# সমস্ত পয়গম্বর এক আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছেন

প্রত্যেক জাতির কাছে আমি রসূল পাঠিয়েছি(এ সংবাদ দিয়ে) যে, 'আল্লাহর উপাসনা ও দাসত্ব কর এবং আনুগত্য (মিথ্যা ও ভ্রান্ত প্রভুর আনুগত্য) বর্জন কর। [কুরআন - ১৬:৩৬]

প্রত্যেক জাতির জন্য আল্লাহ যে সব নবী রসূলগনকে প্রেরণ করেছেন তাদের সকলের উপর মুসলিমরা ইমান (বিশ্বাস) পোষণ করে। তাঁরা আগমন করেছিলেন সবই একই বার্তা নিয়ে আল্লাহ এক ও একক। কয়েকটি উদাহরন পেশ করা হছে:

নুহ(আঃ) বলেছেন [কুরআ'ন ৭:৫৯] :
"হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লহর উপাসনা ও দাসত্ব কর। তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন উপাস্য প্রভূ নেই।"

ইব্রাহীম(আঃ) বলেছেন [কুরআ'ন - [২১:৬৬] :
"তোমরা কি আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত (উপাসনা) কর যা না পারে তোমাদের উপকার করতে আর না পারে তোমাদের ক্ষতি করতে।"

মূসা(আঃ) বললেন [কুরআ'ন - ৭:১৪০] :
"আমি কি আল্লাহ ছাড়া তোমাদের জন্য অন্য উপাস্য খুজব অথচ তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি জগতের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন?"

ঈসা(আঃ) বললেন [কুরআ'ন - ৪৩:৬৪] :
"আল্লাহ তিনি তো আমারও প্রভু আর তোমাদেরও প্রভু, সুতরাং তোমরা তাঁরই উপাসনা কর, এটাই সরল সঠিক পথ।"

মুহম্মদ(সাঃ) কেএকথা বলার নির্দেশ দেওয়া হল [কুরআ'ন - ১৮:১১০] :
"আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ, আমার নিকট এই ঐশী প্রত্যাদেশ প্রেরণ করা হয়েছে যে, তোমাদের উপাস্য প্রভু কেবলমাত্র এক আল্লাহ। সুতরাং যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাতের আশা করে, সে যেন সৎকর্ম করে, প্রতিপালকের উপাসনা ও আরাধনায় কাউকে শরিক যেন না করে।"

ইসলামী জীবন দর্শনের ভিত্তি আল্লাহর একাত্ব সার্বভৌমত্বের ধারণার প্রতিষ্ঠিত। যে চিন্তা বা মতাদর্শ আল্লাহর একত্বকে অস্বীকার করে ইসলাম তা বাতিল বলে গন্য করে। আল্লাহ এক ও একক, তিনি ছাড়া অন্য কেউই উপাসনা আরাধনার যোগ্য নয়।

Receive FREE copy of Quran
Call / SMS / Email / Visit us

98 3631 5658 ExploreIslam101@gmail.com www.ExploreIslam.in

# ঈশ্বর কে?

THE ONENESS OF
**God**
in Islam

"বল, তিনিই আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়।
তিনি কারুরই মুখাপেক্ষী নন।
তাঁর থেকে কেউ জন্ম নেয়নি।
আর তিনিও কারো থেকে জন্মগ্রহন করেননি।
এবং কেহই তাঁর সমতুল্য নয়।"

explore
Islam
Peace . Mercy . Eternal Bliss

# ইসলামে একেশ্বরবাদ

আল্লাহর সম্পূর্ন একাত্ববাদের শিক্ষাই হল ইসলামের মূল মর্মার্থ। ইসলামের অন্যান্য সমস্ত বিধান, বিশ্বাস ও নির্দেশাবলী এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই একাত্ববাদ সরিয়ে নিলে ইসলাম ধর্মের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

## উপাস্য প্রভুর অনন্য নাম

আল্লাহ হল প্রকৃত এক উপাস্য প্রভুর যথার্থ এবং নিজস্ব নাম। অন্য কোন কিছুকে আল্লাহ নামে ডাকা যেতে পারে না। এই পরিভাষায় কোন বহুবচনে কিংবা লিঙ্গভেদ হয় না। যেমনটা হয় ইংরাজী শব্দ "God" এর ক্ষেত্রে। "God" এর বহুবচন ও লিঙ্গান্তর উভয় করা যায়। [উদাহরন : Gods / Goddess ইত্যাদি]

## আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য প্রভু নেই

'এবং তোমাদের মাবুদ(উপাস্য প্রভু) হল একজন, তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোন মাবুদ নেই'' [কুরআন - ২ : ১৬৩]

ইসলামে একেশ্বরবাদের শিক্ষা অত্যন্ত ব্যাপক ধীশক্তি সম্পন্ন এবং এই থেকে আল্লাহর নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য ও গুনাবলী বুঝে নেওয়া যায়।

- আল্লাহর কোন অংশীদার নেই, সমকক্ষ কেউ নেই এবং কোন প্রতিদ্বন্দী নেই।
- আল্লাহর কোন মা, বাবা, স্ত্রী এবং সন্তান সন্ততি নেই।
- কোন মাধ্যম ছাড়াই আল্লাহ সরাসরি উপাস্য।
- আল্লাহর কারুর উপাসনার প্রয়োজন নেই।
- আল্লাহ কারুর কাছে জবাবদিহি করার জন্য দায়বদ্ধ নন।
- আল্লাহ কোন ব্যক্তি কিংবা কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নন, বরং সমস্ত মানুষ এবং সবকিছুই তাঁরই মুখাপেক্ষী।
- কোন সাহায্য ছাড়াই আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।
- কোন কিছুই আল্লাহর থেকে বড় কিংবা তার সমতুল্য নয়।
- সৃষ্টি জগতের এমন কিছু নেই যা তাঁর সম্পূর্ন অধীন ও অনুগত নয়।
- আল্লাহ যা প্রদান করেন তা কেহ আটকাতে পারে না এবং আল্লাহ যা আটকে রাখেন তা কেহ প্রদান করতে পারে না।
- একমাত্র আল্লাহ সমস্ত লাভ ও ক্ষতির মালিক(প্রভু)।

## আল্লাহর সমকক্ষ কেউ নেই

আল্লাহর সমকক্ষ কেউ নেই : ''ভিন্ন ভিন্ন মালিক(উপাস্য প্রভু) ভালো না এক আল্লাহ, যিনি মহা পরাক্রমশালী?'' [কুরান - ১২:৩৯]

মুসলিমরা বিশ্বাস করে যে, প্রকৃত, অনন্য, পরাক্রমশালী এবং সর্বশক্তিমান এক আল্লাহর অস্তিত্বই হল ঈশ্বর সম্পর্কে একমাত্র যুক্তিপূর্ণ ধারণা। নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী স্রষ্টা কখনই দুইজন হতে পারে না। এক মুহূর্তও ভেবে দেখলে বোঝা যায় যে এটা হওয়া অসম্ভব। যদি একজন স্রষ্টার পরিবর্তে একাধিক স্রষ্টা হয় তাহলে এই মহা বিশ্বের ব্যবস্থাপনায় বিভ্রান্তি, বিশৃঙ্খলা, সংঘাত ও ধ্বংস পরিলক্ষিত হতে বাধ্য। মহাবিশ্বের ব্যবস্থাপনায় এক সুসংহতি বিরাজমান। কুরআন এই কথাকে এইভাবে বর্ণনা করেছেন:

''আল্লাহ (কাউকেই) সন্তান হিসাবে গ্রহণ করেননি না তার সাথে অন্য কোন মালিক প্রভু(স্রষ্টা) রয়েছে, যদি(তাঁর সাথে অন্য কোন স্রষ্টা) থাকতো তাহলে প্রত্যেক স্রষ্টা নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে চলে যেতো এবং (এ স্রষ্টারা) একে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করতে চাইতো, এরা যা কিছু আল্লাহ সম্পর্কে বলে তিনি তা থেকে পবিত্র ও মহান,'' [কুরআ'ন - ২৩:৯১]

## একমাত্র আল্লাহই উপাসনার যোগ্য

''এবং তোমরা একমাত্র আল্লাহরই উপাসনা কর, কোন কিছুকেই তাঁর অংশীদার বানিয়ে নিও না।'' [কুরআ'ন - ৪:৩৬]

ইসলামী প্রত্যয় অনুযায়ী এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের অর্থ হল সমস্ত প্রার্থনা, নিবেদন উপাসনা সব কিছুই নিরঙ্কুশ ভাবে একমাত্র আল্লাহর প্রতি হতে হবে। কারুরই এই অধিকার নেই যে, সে দাবী করতে পারে তার কাছে আবেদন নিবেদন প্রার্থনা করা হোক কিংবা তার উপাসনা করা হোক। একমাত্র এই অধিকার কেবল আল্লাহর। মূর্তি বা প্রতিমা, ক্রশ, সমাধি বা মাজার, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, মন্দির, জীবজন্তু, নবী-রসূল, সাধু সন্ত, যাজক কিংবা ধর্মীয় পন্ডিত পুরোহিত কেউই উপাসনার যোগ্য নয়। এ সমস্ত কিছু হল সৃষ্টি এবং সবই নশ্বর অতএব এসবই অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত। ইসলামী বিধানে এরা কেউই উপাসনার যোগ্য নয়। কিন্তু আল্লাহ ত্রুটিমুক্ত এবং অপূর্ণতা থেকে পবিত্র।

সমস্ত ঘোষিত খোদাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে কুরআন আমাদের সতর্ক করে এভাবে :

''তোমরা(পাথর) খোদাই করে সেগুলো নিজেরা তৈরি কর। সে গুলোরই আবার উপাসনা কর? আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরি কর সেগুলিকেও।'' [কুরআ'ন ৩৭:৯৫-৯৬]

''আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাক তারা অবশ্যই তোমাদের মতই বান্দাহ (দাস)।'' [কুরআ'ন - ৭:১৯৪]

## সৃষ্টি কখনই আল্লাহর ত্রুটিহীন ও পূর্নাঙ্গ গুনাবলীর অংশীদার হতে পারে না।

''এবং কেউই তাঁর সমতুল্য নয়।'' [কুরআন - ১১২:৪]

ইসলাম এই শিক্ষা দেয় যে, আল্লাহর কোন অংশ অন্য কারো মধ্যে বা কোন কিছুর মধ্যে নেই(যদিও আল্লাহর জ্ঞান সমস্ত কিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে)। আল্লাহর নিখুঁত ও পবিত্র গুণাবলির কিছু অংশ কোন সৃষ্টি জীব বা বস্তুর মধ্যে রয়েছে এই ধারণা ও মত ইসলামে সম্পূর্নরূপে বাতিল বলে গন্য।

যে বৈশিষ্ট ও ক্ষমতা একমাত্র সৃষ্টি কর্তার জন্য মানানসই তা কোন সৃষ্টি বস্তুর মধ্যে নিহিত মনে করার অর্থ হল সেই বস্তুকে সৃষ্টি কর্তার পর্যায়ে নিয়ে আসার সমান, সৃষ্টি কর্তার অংশীদার মনে করা উদাহরণ স্বরুপ কোন কিছুকে সৌভাগ্যের প্রতীক মনে করা, তাবিজ ও কবচ ধারণ করা, কুসংসকার প্রভাবিত হওয়া যেমন খরগোশের পা, ঘোড়ার খুরের নাল, ১৩ সংখ্যার উপকার কিংবা ক্ষতি করার ক্ষমতা রয়েছে ইত্যাদি প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহর সাথে শরীক(অংশীদার) করা। কেননা কেবলমাত্র আল্লাহ সর্বশক্তিমান। সুতরাং, একমাত্র তিনিই কল্যাণ ও অকল্যাণ প্রদান করতে শক্ষম।

''আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে আহ্বান করো না এমন কিছুকে যা না পারে তোমার কোন উপকার করতে আর না পারে ক্ষতি করতে। যদি তুমি তা কর তাহলে তুমি দুষ্কর্মকারীদের মধ্যে গন্য হয়ে যাবে।'' [কুরআ'ন ১০:১০৬]

অন্য উদাহরন হল ভাগ্যগণনা করা এবং জ্যোতিষ শাস্ত্র। 'মানুষের ভাগ্য বলে দেওয়ার ক্ষমতা আমার আছে' এমন দাবী যদি কেউ করে তাহলে তা আল্লাহর ক্ষমতার সাথে অংশীদার করার পাপ হবে কেননা অদৃশ্য ও গোপন রহস্যের জ্ঞান রাখেন একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ।

''সমস্ত অদৃশ্যের চাবিকাঠি তাঁর কাছে, তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না'' [কুরআ'ন ৬:৫৯]